দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 23 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

ক্যাম্পাসে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ।। যুদ্ধাপরাধী হিসাবে গোলাম আজমের বিচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধের দাবীতে গতকাল (বুধবার) বিক্ষোভরত ছাত্রদের সহিত পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার পৃথক দুইটি ঘটনায় ১০/১২ জন ছাত্র আহত হয়। প্রথম দফা সকালে শিক্ষাভবনের সম্মুখে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র সমাজের মিছিলে পুলিশ ধাওয়া করিলে এলাকায় বিক্ষুব্ধ ছাত্রজনতা বেশ কয়েকটি গাড়ী ভাঙ্গচুর করে। সন্ধ্যায় টিএসসি এলাকায় ছাত্রদের সহিত পুলিশের কয়েক ঘন্টাব্যাপী ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনায় ৫/৭ রাউণ্ড গুলী বর্ষিত হয়। পুলিশ এলাকায় উপর্যুপরি কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করিয়া যাহাকেই কাছে পায় তাহাকেই নির্দয়ভাবে প্রহারের পর আটক করিয়াছে। এই সময় টি,এস,সিতে মহড়ারত বিভিন্ন নাট্য ও সাংস্কৃতিক

(১১শ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ

(১ম পৃঃ পর)

ক্যাম্পাসে

সংগঠনের কয়েকশত কর্মী চরম দুর্ভোগের শিকার হন। পুলিশ টি,এস,সি'র ভিতরে বিভিন্ন কক্ষে ঢুকিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক কর্মীদের সহিত অশোভন আচরণ করে।

গতকাল সকালে সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক গোলাম আজমের নাগরিকত্ব মামলার রায় ঘোষিত হওয়ার পর মধুর কেন্টিন হইতে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ছাত্র সমাজ বিক্ষোভ মিছিল বাহির করে। মিছিলে 'ফাঁসি, ফাঁসি চাই গোলাম আজমের ফাঁসি চাই' 'একাত্তরের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আর একবার' ইত্যাদি শ্লোগান ধ্বনিত হয়। মিছিলটি জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মুখে পেঁৗছিলে একটি সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ছাত্রনেতা কহুল কুদ্দুস বাবু, ইকবালুর রহিম, সাজ্জাদ জহির চন্দন, রাগিব আহসান মুন্না, বেলাল চৌধুরী প্রমুখ সমাবেশে বক্তৃতা করেন। সমাবেশশেষে ছাত্রদের মিছিল ক্যাম্পাসে ফিরিয়া যাওয়ার সময় শিক্ষা ভবনের সম্মুখে গাড়ি ভাংচুর শুরু হয়। পুলিশ মিছিলে ধাওয়া করে। ছাত্ররা শিক্ষা ভবন ও কার্জন হল এলাকায় আশ্রয় নেয়। ইহার পর পুলিশের সহিত ছাত্রদের কয়েক মিনিট ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে। এক পর্যায়ে এই ঘটনা পার্শ্ববর্তী দোয়েল চত্বরে ছড়াইয়া পড়ে। পরবর্তীতে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়। সন্ধ্যায় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র সমাজ টি,এসসি এলাকায় মিছিল বাহির করে। মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণশেষে টি,এস,সি সড়কদ্বীপে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের আয়োজন করে। এলাকায় টহলরত পুলিশের প্রতি একদল ছাত্র উত্তেজিত হইয়া উঠিলে পুলিশও মারমুখী হইয়া উঠে এবং ছাত্রদেরকে বেধড়ক প্রহার করিতে থাকে। পুলিশের অতর্কিত হামলায় সারা টি,এস,সি এলাকায় কয়েকশত সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে আতংক দেখা দেয়। পুলিশ টিএসসির বাহিরে এবং ভিতরে উপর্যুপরি কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করিতে থাকে। কাঁদানে গ্যাসের ঝাঁঝালো ধোঁয়ায় আক্রান্ত হইয়া টিএসসির বিভিন্ন কক্ষে মহড়ারত সাংস্কৃতিক ও নাট্যকর্মীরা দিকবেদিক ছুটাছুটি শুরু করিয়া দেয়। পুলিশ বিভিন্ন মহড়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া সাংস্কৃতিক কর্মীদের উদ্দেশে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে। রাতে রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ক্যাম্পাসের পরিবেশ ছিল থমথমে। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে 'রাস্তা বন্ধ' সাইন বোর্ড বসানো হইয়াছে।

বিভিন্ন ছাত্র ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গতকাল বিক্ষোভরত ছাত্র ও টিএসসিতে মহড়ারত সাংস্কৃতিক কর্মীদের উপর পুলিশী হামলা ও গ্রেফতারের নিন্দা জানাইয়াছে। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রামেন্দু মজুমদার ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম কুদ্দস এক বিবৃতিতে বলেন, পুলিশ বাহিনী নিরীহ জনসাধারণসহ টিএসসিতে নিয়মিত মহড়ারত শতাধিক সংস্কৃতি কর্মীদের উপর সম্পূর্ণ বিনা উস্কানিতে লাঠিপেটা করিয়াছে। মহিলা সংস্কৃতি কর্মীদেরও রেহায় দেওয়া হয় নাই। বিবৃতিতে গ্রেফতারকৃতদের অবিলম্বে মুক্তির দাবী জানানো হয়। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি বেলাল চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন এক বিবৃতিতে পুলিশী হামলার নিন্দা করিয়াছেন। জাতীয় ছাত্র সমাজের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আবদুল্লাহ আল মাহমুদ ও সাধারণ সম্পাদক কে, এম, ইসলাম লিটু অনুরূপ এক বিবৃতিতে এই ঘটনার নিন্দা ও গ্রেফতারকৃতদের অবিলম্বে মুক্তির দাবী জানাইয়াছে।

ইহাছাড়া চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, মুক্তিযোদ্ধা ছাত্র, কর্মাও অনুরূপ বিবৃতি প্রদান করিয়াছে।